প্রমোদ রাগিনী

তরুণ সান্যাল

বিপ্লব-বিদ্রোহ বলো দিগদিগন্ত প্রমোদ রাগিণী
বিষবাঁশি বাজাও ভাঙছে হাড়মোড়া কি ঝুড়ির নাগিনী
কোথায় শিকড় ছুঁয়ে জড়িয়েছিল দিনমান পাথর
ওকে নাচুনি বলেছিল-কে ওকে নিয়েই গলা চাপা স্বর

বলো দেশ জুড়ে রয়েছে লেলিহান দিনরাতের ভেদ
উত্তরের ধ্রুবতারায় দক্ষিণমেরুতে মর্মচ্ছেদ
ভেঙে যাচ্ছে ছিঁড়ে যাচ্ছে হিমশিলায় নিরক্ষরেখায়
জলে জলে মেশামেশি জরে প্রলয়বেলা শেখা।

একেকটি পাহাড়পুঞ্জ টলে পড়ে গলন অতলে
বিষাক্ত ইচ্ছাও যায় মিশে সেই নীলকান্ত জলে
দূরে দেখি অ্যালবাট্রস বসে থাকা ভুতুড়ে মাস্তল
আদি ও অন্তের যাত্রা-পরিণাম দু'দন্ডের ভুল

বাজা রে বাজা রে বিশবাঁশি দেখি শঙ্খলাগা দুই
রয়েছেন বিশ্ব হয়ে চাঁপাগন্ধে গাছ পাথর ভুঁই
ক্রমে ম-ম হয়ে ওঠা এ ভুবন ও ভুবন জুড়ে
বাজাতে থাকো বাঁচতে থাকো জলশঙ্খে হাওয়া নূপুরে

বিপ্লব বানান যেন বদলে হয় গোপন বিপন
সেখানেও তো দু'জনার হাতে হাত মালায় চন্দন।

শিব

শুভাশীষ ভাদুড়ী

রূপের গভীর থেকে মন নিয়ে দেখেছি তোমায়
নিভে আসা চক্রবাল, ছায়াদের স্বচ্ছ অভিপ্রায়
ভেদ করে উঠে এলে, আজানুলম্বিত দুই হাত

সকল ক্ষতির চিহ্ন মুছে দিতে প্রবল সংঘাত
ফুটেছে শরীর জুড়ে ফুল হয়ে, মধুরেণু তার
আগামী সময়ে ঝরে ভরে দিচ্ছে মাটির ভাঁড়ার

যা ছিল, যা আছে, হলে, সেই ভরা পোয়াতির রূপ
রেখেছ কণ্ঠায়, নীল হিমরত্ন এখনও নিশ্চুপ

মনের গভীর থেকে রূপে এসে দেখেছি তোমায়
মাথায় চাঁদের কলা, দুই চোখে গঙ্গা বয়ে যায়

পান্থজনের সখা

রূপক চক্রবর্তী

তার পর রানি রায় বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন তো, আসলে দু' জন দু' রকমের। বিলায়েতের দখল যন্ত্রর ওপরে আর রবিশঙ্কর রাগে। ওফ্ কী মিষ্টি হাত। জয়পুরে একবার হাম্বির শুনেছিলাম। আলি আকবর কিন্তু আবার সম্পূর্ণ অন্য রকম। সমস্ত আনএক্সপেকটেড নোট ও লাগাতে পারে।' রানি রায় বলছিলেন আর শুনছিলাম আমি আর আমার জীবনদেবতা। আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড়ে যেতে যেতে কোনও আশ্চর্য বাঁকের মুখে রৌদ্রে ঝকঝক করে ওঠা বরফমোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়ার মতো দেখতে পেলাম নন্দ্ থেকে যেতে যেতে কামোদের আভাস। ছায়ানটের পাইনে ঢাকা বৃষ্টিভেজা ছোট পাকদন্ডী থেকে হইহই করে ঝমঝমিয়ে জয়জয়ন্তী নামালেন রাশিদ খাঁ। 'শুধু বাগেশ্রীতে ওই মাধুর্য আসে না, ওর মধ্যে সাহানাও আছে, আর ওই বাগেশ্রীর সঙ্গে সাহানা মেশাতে পারার জন্য উনি রবীন্দ্রনাথ।' এ সব শুনছিলাম আর বুঝতে পারছিলাম আমাদের চারপাশটা শূন্য নয়। শুধু ঈর্ষা-নিন্দাময় আর দুঃখ-কষ্ট ভরা নয়। সুরে সুরে টলটল করছে। যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছি আমি আর আমার জীবনদেবতা। সন্ধেবেলা ছোট আলো জ্বলা শহরের ফাঁকা ফাঁকা গলির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে।